দৈনিক
ইনকিলাব

07 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ০১

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি

ইসলামি উচ্চ শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি শত বছরের পুরনো। এ দেশের ওলামা-মাশায়েখ শত বছর ধরে সরকারের কাছে এ দাবি জানিয়ে আসছেন। দেশের মাদরাসা শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষকদের বৃহত্তম সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এ দাবিকে সামনে রেখে দেশের মাদরাসা শিক্ষকদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কয়েক দশক ধরে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আলেম-ওলামার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও দাবি-দাওয়ার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বর্তমান সরকার দেশে একটি স্বতন্ত্র ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, একজন নতুন ভিসি নিয়োগের মধ্য দিয়ে সে উদ্যোগে নতুন এক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আইনগত নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি সরকার একজন ভিসিও নিয়োগ দিয়েছিল। দেশের একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর আ ন ম রঈসুদ্দীনকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও তার গুরুতর অসুস্থতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা যাচ্ছিল না। এ কারণে বাকি পদগুলোতেও নিয়োগ ও পদায়ন সম্ভব হচ্ছিল না। এহেন বাস্তবতায় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, কথাসাহিত্যিক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ লেখক নাম, আহসান সাইয়েদকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও গতিশীল নেতৃত্বে শিগগিরই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম দ্রুতায়িত হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা।

গত বছরের প্রথম দিকেই সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেয়া হলেও একজন ভিসি নিয়োগ ছাড়া তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। বছর পেরিয়ে গেলেও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি। দেশের আলেম সমাজের প্রত্যাশা ছিল চলতি অর্থ বছরের বাজেটেই ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া হবে। সরকারি উদ্যোগ ও সহায়তা নিয়ে ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়া প্রফেসর মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অগ্রগতি এবং শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এটাই আমাদের আশা। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের রূপকার, মাদরাসা শিক্ষকদের বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে নতুন ভিসিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

দেশের ইসলামি শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও মাঝে মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ বা সংকোচনের কথা বলছেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব রূপ লাভ করতে চলেছে। পাশাপাশি এডিবিসহ আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাও বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা দিতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের মাদরাসা শিক্ষাসহ শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংস্কার হতে হবে দেশীয় বাস্তবতা ও প্রত্যাশার নিরিখেই। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাদরাসার ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পাশাপাশি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম হতে হবে দেশের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপযোগী। নানা রকম বৈষম্য সত্ত্বেও চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পাল্লা দিয়ে উচ্চশিক্ষাসহ নানা পেশায় স্থান করে নিতে সক্ষম হচ্ছে। আজকে যখন আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানহীনতা, অনৈতিকতা ও অবক্ষয় গ্রাস করছে, তখন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করলে তা কোরআনের শিক্ষার সার্বজনীন নৈতিকতার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাই।